সার্ক ও কিবরিয়া

বাংলাদেশের ইতিহাসে সম্ভবত: সরকারিভাবে প্রদত্ত অবিরাম তেরোদিন (মাঝখানে পাচদিন কাগুজে খোলা ছিলো) ছুটির এক অনন্য ইতিহাস তৈরি করে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের আঞ্চলিক ফোরাম সার্কের তেরোতম শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। এই সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার দেড়শো কোটি মানুষ নতুন কিছু পেয়েছে এমন আশাবাদ এমনকি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের শীর্ষ নেতারাও করেননি। বরং এই সম্মেলনের পর দেশের সংখ্যা সাত থেকে আট উন্নীত করে আগামী এক দশককে বাস্তবায়নের দশক হিসেবে পালন করার কাগুঁজে অঙ্গীকার করা হয়েছে। তবে সম্মেলনে বাংলাদেশের সরকারি দল বিএনপি ও তার প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের প্রাপ্তি অনেক। প্রথমত: এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া পুণরায় সার্কের চেয়ারপারসন হলেন। এটি তার জন্য একটি বিরল ও ঐতিহাসিক কৃতিত্ব। একসময়ে যিনি চলচ্চিত্রের নায়িকা হবার স্বপ্ন দেখতেন, তিনি ১৫ কোটি মানুষের একটি দেশের ট্রিপল প্রধানমন্ত্রীই নন, বরং বিশ্বের এক চতুর্থাংশ বা দেড়শো কোটি মানুষের সাতটি দেশের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার দুই দুই বারের চেয়ারপার্সন হতে পারলেন। সৌভাগ্য আর কাকে বলে? বিরল প্রাপ্তিও বা আর কাকে বলে? দ্বিতীয়ত: এই সম্মেলনে বেগম খালেদা জিয়ার পুত্র বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান তার পিতা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের পক্ষে সার্কের জন্মদাতা হিসেবে ২২ ক্যারেট সোনার পদক (এবং ২৫ হাজার ডলার) গ্রহণ করেছেন। জিয়ার মৃত্যুর পর বাংলাদেশ রাষ্ট্রও তার স্ত্রী-পুত্রদেরকে যা উপহার দেয় তার কোন তুলনা এদেশে নেই। এবারের প্রাপ্তিও তুলনাহীন।

কাকতালীয়ভাবে সার্কের দুটি প্রাপ্তিযোগের উভয়ক্ষেত্রেই জবরদস্ত পাকিস্তানী কানেকশন রয়েছে। বেগম জিয়া পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব নিয়েছেন। তারেক রহমানও পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেই পদক নিয়েছেন। বাংলাদেশে পাকিস্তানী রাজনীতি ও ধর্মভিত্তিক উগ্র মৌলবাদের জনক পাকিস্তানবিরোধী বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদের বৃহত্তম ঘাতক জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নী, যিনি পাকিস্তানপন্থী জামাতের দোসর, তার নিজের, স্বামীর এবং পুত্রের জন্য পাকিস্তানী আশীর্বাদের কোন তুলনা হতে পারেনা। এসব কিছুকে মিলিয়েই বলা যেতে পারে, পাকিস্তানী যোগাযোগের মাহেন্দ্রক্ষণ ছিলো সার্ক সম্মেলন। সম্ভবত: সেজন্যই সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা বা জনকের পদকটি পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

স্বদেশ স্বকাল

আমরা যারা এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, তারা গোয়েবলসীয় প্রচারণার জোরে একথা জেনে আসছি যে, জিয়াউর রহমানই হচ্ছেন সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা বা জনক। কিন্তু এখন দেখছি, যেমনি করে জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বা সিপাহী জনতার বিপ্লবের নায়ক বানানো হয়েছে, তেমনি করে সার্কেরও জনক বানানো হয়েছে। তিনি যে সার্কের জনক সেটি পূর্ণ সত্য নয়, অর্ধ সত্য হয়। যদি গত ১২ই নভেম্বরের জনকণ্ঠে মরহুম শাহ এ.এম.এস কিবরিয়ার লেখাটি আমি নিজে না পড়তাম তবে হয়তো জানতেই পারতামনা যে, সার্ক গঠনের জন্য প্রণীত প্রথম যে মূল দলিলটি প্রস্তুত হয়েছিলো, তা লিখেছিলেন জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত শহীদ শাহ এ. এম. এস কিবরিয়া। শুধু কি তাই, ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে কলম্বোতে যে পররাষ্ট্রসচিব সম্মেলনে সার্কের জন্ম হয়, তাতেও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন কিবরিয়া সাহেব। তিনিই কার্যত এই অঞ্চলের সাতটি দেশকে সার্ক গঠনে মটিভেট করেন। সার্কের পক্ষে এই অঞ্চলের দেশসমূহের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে সার্কের স্বপক্ষে তাদের সম্মত করানোর কাজটিও তিনিই করেছিলেন।

এবার শোনা যাক কিবরিয়া সাহেবের জবানীতে।

“একদিন আশার মধ্য থেকেই সার্কের জন্ম হয়েছিল। তখন ১৯৮০ সাল। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তখন ক্ষমতায়। আমি পররাষ্ট্র সচিব। মুহম্মদ সামসুল হক পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আমাদের আলোচনার মধ্য থেকেই দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করার চিন্তা জন্ম নেয়। আমি কিছুদিন আগে জেনেভা থেকে এসেছি। ইউরোপিয়ানদের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার দ্রুত প্রসার দেখে এসেছি। জাকার্তায় কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ‘আসিয়ান’ জোটের সাফল্য দেখেছি। স্বভাবতই আমার মনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার কাঠামো তৈরি করার স্বপ্ন অঙ্কুরিত হচ্ছিল।“ (জনকণ্ঠ ১২ নভেম্বর ২০০৫)

এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কিবরিয়া সাহেব আসিয়ান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়িনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সুদূর প্রসারী ভাবনা থেকে সার্কের মতো একটি সহযোগিতার আবরণে বিশ্বের এই অঞ্চলের মানুষদেরকে বাধতে চেয়েছিলেন। যেহেতু সেই সময়ে জিয়াউর রহমান সরকার প্রধান ছিলেন সেই কারণেই জিয়াকে এই প্রক্রিয়ার কথা অবহিত করতে হয়েছিলো। এছাড়া জিয়া সরকার প্রধান হিসেবে যে একক কৃতিত্ব দাবী করছেন তার আড়ালে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিয়ার অনুসারী শামসুল হকের অবদানকেও ঢেকে ফেলার চেষ্টা রয়েছে। এখনতো দেখতে পাচ্ছি, সার্ক সম্মেলনের সময় এর প্রথম সংগঠক

এরশাদের নামও মুছে ফেলা হচ্ছে। এরশাদ যতোই পাপীষ্ঠ হোক তার হাতেই যে সার্কের প্রথম সম্মেলন হয়েছে সেটি কি অস্বীকার করা যাবে? বেচারা এরশাদ! তার পরেও নির্লজ্জের মতো এদের দাওয়াত নিয়েই তেরোতম সার্ক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

জিয়ার অনুসারীদের মাঝে এই প্রবণতা অত্যন্ত তীব্রভাবে কাজ করে যে, তারা আশে পাশে যা থাকে তার সবই মুছে ফেলে। জিয়া নিজে যেমনি ব্রুট ছিলেন, তেমনি তার উত্তরসুরীরাও। জিয়া যেমনি করে ইতিহাসের পাতা বদলে দিতে সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি যাদেরকে সহ্য করা সম্ভব ছিলোনা, যেমন কর্ণেল তাহের, তাদেরকে দুনিয়া থেকেই বিদায় করে দিয়েছেন। এখন মনে হচ্ছে যে, কিবরিয়া সাহবেকেও কি একই কারণে কর্ণেল তাহেরের মতো বিদায় করা হয়েছে? কি জানি, ইতিহাস হয়তো একদিন তেমন প্রমাণই দেবে।

সার্ক গঠন সম্পর্কে শহীদ কিবরিয়া আরো লেখেন, "১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কলকাতায় এক ভাষণে এশিয়ায় বন্ধুত্ব, শান্তিও সহযোগিতার আশা ব্যক্ত করেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ যে দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রদায়িক হানাহানি থেকে দূরে থাকবে-এমন চিন্তা আমাদের মনে অবশ্যই ছিল। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংহত করার চিন্তা ১৯৮০ সালেই একটি প্রস্তাব আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল।"

কিবরিয়া সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু নিজে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা বলে গিয়েছিলেন। তিনি হয়তো সার্ক নামে কোন সংগঠনের কথা বলেননি। কিন্তু আল্লামা ইকবাল যেমন পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা, সার্কের এমন স্বপ্নদ্রষ্টাতো তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কেননা তিনিই প্রথম বাঙ্গালী যিনি দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা বলে গেছেন। কিন্তু কিবরিয়া সাহেব গোড়া বা অন্ধ নন বলেই স্পষ্টতই বলেন যে, সার্কের সূচনা হয় ১৯৮০ সালে।

"সহযোগিতার ফ্রেমওয়ার্ক কী হতে পারে, সে বিষয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি জিয়া এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুল হক আমাকে একটি লিখিত প্রস্তাব তৈরি করার জন্য অনুরোধ করেন। সাধারণত একাডেমিক গবেষকরা এ ধরনের কাজ করেন। কিন্তু আমি সানন্দে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। প্রায় মাসখানেক পরিশ্রম করে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে একটি সমীক্ষা প্রস্তুত করলাম। ইংরেজিতে টাইপ করা শতাধিক পৃষ্ঠার সমীক্ষা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমার প্রস্তাবনা সানন্দে গ্রহণ করলেন। রাষ্ট্রপতির কাছে (মরহুম জিয়াউর রহমান) প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার পর

তিনি বললেন, যেহেতু এতে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেহেতু এসব মন্ত্রণালয়ের সচিবদের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে পেপারটির অনুলিপি ইআরডি সচিব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, কৃষি সচিব এ. জেড. ওবায়দুল্লাহ, বাণিজ্য সচিব মতিউর রহমানকে দিলাম। আরও দুইজন সচিবকে কপি দেয়া হয়েছিল- তাঁদের নাম মনে নেই। সচিবরা পেপারটি পাঠ করে উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কিন্তু অত সহজে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেননি। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে দুই একজন মন্ত্রীসহ পেপারটির প্রত্যেকটি বিষয় তন্নতন্ন করে পর্যালোচনা করলেন। একদিন দেখলাম, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান উপস্থিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণেই তিনি সেখানে হাজির হয়েছিলেন, তবে প্রস্তাবিত সহযোগিতার কাঠামো সম্পর্কে কোন ইতিবাচক মন্তব্য করলেন না। বিরস বদনে বসে রইলেন। আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, মন্ত্রীসভায় পাকিস্তান লবি আমার প্রস্তাবে খুশি হয়নি। চারদিন বৈঠক করার পর রাষ্ট্রপতি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে না। ....অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর বা অন্যভাবে বলা যায়, অনেক পানি ঘোলা করার পর দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. এসিস হামিদের আমন্ত্রণে কলম্বোতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২১ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিল ১৯৮১ সালে। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে আমি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম।

কলকাতা-মাদ্রাজ হয়ে কলম্বো সফর খুব সুখকর ছিল না। শ্রীলঙ্কা সরকারের উষ্ণ আতিথেয়তা আমাদের নিরানন্দ আলোচনার মধ্যে খানিকটা আনন্দের আমেজ সৃষ্টি করেছিল। ভারতের প্রতিনিধি মি. সাথে এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধি রিয়াজ পিরাচার সঙ্গে আবার আমাকেই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ ছিল বহুলাংশে নীরব দর্শক। .... কোন কোন পর্যায়ে মনে হয়েছে, কোন, যৌথ ইশতেহার ছাড়াই বৈঠক শেষ হবে। মনে হচ্ছিল, বৈঠক ব্যর্থ হলে ভারত ও পাকিস্তান অখুশি হবে না। কিন্তু প্রস্তাবকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ব্যর্থতা মানতে রাজি ছিল না। আমি তাদের বললাম, খেলাধুলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়ে তাদের কি কোন আপত্তি থাকতে পারে? অথবা আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে? কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের কৃষকরা যদি আঞ্চলিক সহযোগিতা

দ্বারা লাভবান হয়, তা হলে কারও কি কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে? অর্থনৈতিক সহযোগিতা যদি এই পর্যায়ে সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত কৃষি, আবহাওয়া ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে আমরা আঞ্চলিক সহযোগিতা শুরু করতে পারি।
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, বৈঠকের যৌথ ঘোষণায় আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রসারের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হবে এবং কতিপয় অবিতর্কিত বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে এসব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে এবং সহযোগিতার কর্মসূচী প্রণয়ন করা হবে। সেই যৌথ ঘোষণা সার্কের গোড়াপত্তন ও সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।
আমি ঠিক জানিনা, আর কোন কাজ করলে একজন মানুষ কোন একটি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা বা জনক হোন। জিয়াউর রহমান হয়তো তার পদাধিকার বলে চিঠিতে সই করেছেন (সম্ভবত: চিঠির ড্রাফটিও তিনি করেননি) এবং সেটিই তার কবরে ফলক হয়ে স্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে যে দলিলটি দিয়ে সার্কের জন্ম হয় সেই দলিলটি কিবরিয়া সাহেবের কবরে ফলক হয়নি।
বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যের কৃতিত্ব নিজের নামে পাবার, অন্যের কৃতিত্ব নিজে নিতে পারার বিরল ঐতিহ্যের অধিকারী জিয়াউর রহমান এর আগে স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব ছিনতাই করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরে সংঘটিত সিপাহী বিপ্লবের কৃতিত্ব তিনি মহান দেশপ্রেমিক কর্ণেল তাহেরের কাজ থেকে ছিনতাই করেছেন। একইভাবে তার উত্তরসুরীরা কি সার্কের গোড়াপত্তনে কিবরিয়া সাহেবের অবদানও মুছে ফেলতে চান? ইতিহাস কি কোনদিন সত্যের পক্ষে দাড়াবে না?

২৩ নভেম্বর ২০০৫॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত
(বি:দ্র: এই লেখাটি দৈনিক যুগান্তর এবং দৈনিক সংবাদ ছাপেনি।)